দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

170

শিক্ষাঙ্গন

স্বাধীনতা ও ছাত্র সমাজ

বাংলার তরুণ ছাত্র সমাজ এক বিস্ময়কর শক্তি। মাতৃভাষার অধিকার আদায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তাদের প্রেরণা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশের কৃষক, শ্রমিক, জনসাধারণ মুক্তি সংগরামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্যান্যদের সাথে ছাত্রদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়েই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।

বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজই রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫২-তে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ছাত্র সমাজ যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রাণ শক্তির বিকাশ।

১৯৫৪ সালে ছাত্রদের দাবীর ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ব্যাপারেও ছাত্র সমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ সালের আয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তা এই ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজের রচিত ১১ দফা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সনদরূপে চিহ্নিত হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব নির্বাচনী বিজয় ছাত্র সমাজেরই অবদান। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ছাত্র সমাজ প্রতিরোধ দিবস পালন করে এবং বাড়ী-ঘর, অফিস-আদালত এবং দোকান-পাটে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানায়। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের মানচিত্র, আমাদের পতাকা, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব সবই এই ছাত্র সমাজের অকুতোভয় সংগ্রামের অনির্বাণ ফসল।

আমাদের ছাত্র সমাজের সম্মুখে এখনো রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ছাত্র সমাজকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার স্বাদ দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য হতে হবে এদেশের সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কথায় কথায় বন্ধ ঘোষণা, লুটতরাজ, গুলী, বোমাবাজি, কক্ষ পোড়ানো, ধর্মঘট ইত্যাদি চলছে অহরহ। যা সুস্থ পড়াশুনার পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪-৫ বছরের কোর্স ৬-৭ বছরে শেষ হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় নেমে এসেছে হতাশার গ্লানি। অভিভাবকরাও এখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

ছাত্রদের রাজনীতি করা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু পড়াশুনা না করেই কি করে ছাত্র হওয়া যায়? ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু শিক্ষাও তো জাতির মেরুদণ্ড। তাই ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান অস্থিরতা, অস্ত্র ও রাজনৈতিক হতাশা মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক পড়াশুনার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে ছাত্ররা পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে নানাগুণে বিভূষিত ও গৌরবান্বিত হয়ে স্বাধীন দেশের সুযোগ্য নাগরিক হতে পারে। তাহলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের অবদান সফল হবে।

—মোঃ মইনুল হোসেন খান